দৈনিক বাংলা

..20 MAY 1993

07

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সে অনুযায়ী বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ কাজ শুরু করেছেন। বাংলাদেশের সকল বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, দাখিল/আলিম/কামিল মাদ্রাসা, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও ডিগ্রি কলেজ এই জরিপের আওতাভুক্ত।

দেশের শিক্ষার মানে ক্রমাবনতি সর্বজনবিদিত। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও সামান্য সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেন। শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাই দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন।

দেশে চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশীরভাগই বেসরকারী, সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সে তুলনায় অতি সামান্য। কিন্তু একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয়, তা হল, বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষার মান সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সরকারী স্কুলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়। অথচ এই খাতে সরকারী ব্যয় সরকারী খাতের চেয়ে অনেক বেশী। ১৯৯১ সালে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১১,০৩৯টি। সেখানে ওই সময়ে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩২,৭৭,০১৩। একই সময়ে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ১,৩৪,১৪৯ জন। বিগত এক বছরে পরিস্থিতির নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতনের প্রায় তিন–চতুর্থাংশ বহন করেন। এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারী শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলা প্রয়োজন।

এসব স্কুল–কলেজে সরকারী অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে। সেসব নিয়মনীতি যে সব সময় পালন করা হয়, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই এর ব্যত্যয় ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আছে দুর্নীতি। কোথায়ও বা শিক্ষক–কর্মচারী বেশী দেখিয়ে অনুদান আদায়ের প্রবণতা আছে, কোথায়ও ছাত্র–ছাত্রীদের ফল ভাল দেখাবার নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। তাছাড়া শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা– ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। দুর্নীতি যে আছে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোও সচেতন। সে জন্যই তারা ওই জরিপ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন, তথ্য গ্রহণকালে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের কোনরূপ ফি বা চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ 'ফি বা চাঁদা' দিয়ে কোন কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়–কে নয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সে উদ্যোগে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে সফল হন, তাও বোধকরি নিঃসংশয়ে বলা যায়। সে কারণেই এই জরিপের মাধ্যমে যথাযথ তথ্য পেতে হলে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা দরকার। স্কুলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এলাকাবাসী বা অভিভাবকদের কাছ থেকেই সুনির্দিষ্ট ছকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এতে প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করা সহজ হবে বলে মনে করি।

বেসরকারী স্কুল–কলেজে শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে হবে। তার জন্য দরকার দক্ষ শিক্ষক। বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকদের বেতনের বিরাট অংশ সরকার বহন করেন। তাই সেখানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম যোগ্যতার সমান করা দরকার। তেমনি দরকার ইতিমধ্যেই কম যোগ্যতার শিক্ষকদের দ্রুত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলের বেসরকারী স্কুলে চাকরিতে আগ্রহীদের ইনসেনটিভ দান, নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারী খরচে বেসরকারী স্কুলে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ। আমাদের বিশ্বাস এধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়ন সম্ভব।